OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 111
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 894 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 894 - 898
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বিপ্লবী কল্পনা দত্ত এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার : চট্টগ্রামের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে অবদান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক বীক্ষন

শিল্পা দেবনাথ
Email ID: shilpa.debnath997@gmail.com
0009-0005-5900-5273

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Violent movement, political life, secret organization, communist party, struggle, equality, political participation.

Abstract
In the history of Indian freedom struggle, the women participation has been observed both in non-violent and also violent movement. Participation of women in political movement generally happened after the Bengal division. Though there are distinctive instances of women freedom fighter but we will focus on the significance of political participation of Pritilata Waddedar and Kalpana Dutta. Both women actively participate in freedom struggle organized in Chattagram. Pritilata died after taking Potassium cyanate after taking action in European club in Chattagram. Kalpana Dutta had the long political life before and after freedom. The journey both of these courageous women creates an impact in freedom struggle in our country.

Discussion

ভূমিকা : চট্টগ্রাম জেলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গনে বহু বিপ্লবীর জন্ম দিয়েছে। যদিও প্রতিবাদ স্পৃহার লিঙ্গভেদে তারতম্য ঘটে না, কিন্তু আজ থেকে প্রায় শতবছর আগে ব্রিটিশ সরকারের মুহুর্মুহু শোষণ অত্যাচার ছাড়াও সামাজিক বাধা-বিঘ্নকে উপেক্ষা করে পূর্ববঙ্গের ছোট্ট একটি জেলায় থেকে সমানভাবে দৈনন্দিন শিক্ষাগ্রহনের পাশাপাশি গুপ্ত সমিতি এবং সশস্ত্র বিপ্লবে অংশ নেওয়ার সাহস, দেশপ্রেম, সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের স্বপ্ন এবং পারিপার্শ্বিক বহু বাধা অতিক্রম করে দিনের পর দিন গুপ্তসমিতির কাজ করে যাওয়ার জন্য অনেক চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়। একজন নারী হিসেবে তা আরও বেশি আবশ্যক হয়ে ওঠে – যা ছিল বিপ্লবী কল্পনা দত্তের, ছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এবং আরো কিছু তদানীন্তন মুষ্টিমেয় নারীর। কিন্তু সবার দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ছিল না, ছিল না পারিবারিক জল হাওয়া – যার সাহায্যে এ জাতীয় কর্মকাণ্ডগুলি বজায় রাখা যায়, তবে কল্পনা দত্তের তা ছিল। বংশমর্যাদা, শিক্ষা, উদারতা, দেশপ্রেম, ব্যক্তিগত জীবনীশক্তির প্রাচুর্যে ভরা তার জীবনধারা, তাই চট্টগ্রামের মুস্টিমেয় নারীর মধ্যে দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন তারই সম্ভব হয়েছে।

বিষয়গত উদ্দেশ্য : চট্টগ্রাম বাংলার ছোট্ট একটি জেলা। কিন্তু এই জেলা উদাহরণ সৃষ্টি করেছিল যে কিভাবে একটি ক্ষুদ্র জেলাতে কিছু বালক এবং কিছু নেতৃস্থানীয় যুবক যে কিছু সময়ের জন্য হলেও ব্রিটিশ শাসনকে ধুলায়িত করা যায়। এই বিপ্লবীদের ভিড়ে দু'জন নারীর কৃতিত্ব ক্ষুদ্র না। একজন দীর্ঘজীবন দেশসেবার মধ্যে দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন অপরজন

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 111
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 894 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আত্মত্যাগের স্বাক্ষর স্বরুপ প্রান ত্যাগ করেছেন। প্রথমজন ছিলেন কল্পনা দত্ত অপরজন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এই দুই কালজয়ী নারীর সংগ্রামের ইতিবৃত্ত তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

এতৎ বিষয়ক গ্রন্থপর্যালোচনা : চট্টগ্রামের অন্যান্য বিপ্লবীদের মত কল্পনা দত্ত তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা' লিখেছেন, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে স্মৃতিচারন করেছিলেন তার নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার, 'স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী' গ্রন্থটিতে বাংলা তথা ভারতের বহু নারী যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহন করেছিলেন তাদের জীবনসংগ্রাম তুলে ধরা হয়েছে। চট্টগ্রামের বিপ্লবী আন্দোলনের দিনগুলির প্রতিদিনকার বিবরন তুলে ধরেছেন বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম বইটিতে। প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সংক্ষিপ্ত জীবনের ইতিবৃত্ত এবং সূর্য সেন সহ চট্টগ্রামের অন্যান্য বিপ্লবী নেতৃত্বের তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় যা মত পোষণ করেছেন তা তুলে ধরা হয়েছে শংকর ঘোষের লেখা 'প্রীতিলতা' বইটিতে।

চট্টগ্রাম জেলার পার্বত্য অঞ্চল শ্রীপুরে ১৯১৩ এর ২৭শে জুলাই জন্ম অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্তের। পিতা ছিলেন পূর্ববঙ্গ রেলওয়ে সাব রেজিস্টার বিনোদবিহারী দত্ত। ঠাকুরদা ছিলেন প্রসিদ্ধ ডাক্তার রায়বাহাদুর দুর্গাদাস দত্ত। প্রাথমিক লেখাপড়ার হাতেখড়ি বাড়িতে অতিক্রম করলেও এরপরে তিনি ভর্তি হন ডাঃ খাস্তগীর স্কুলে। প্রীতিলতাও পরতেন এই স্কুলেই। স্কুলের শিক্ষিকা উষাদি দেশের মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্রের বিষয়ে, ব্যধিতে ওষুধপথ্যের অভাব এবং স্বদেশী কারা? কিভাবে তারা এই অরাজকতার অবসান চায়, সংবাদপত্রে প্রকাশিত ডাকাতির ঘটনাগুলি কি নিছকই ডাকাতি নাকি এর সংগঠক স্বদেশিরা তাদের এই কাজের উদ্দেশ্য কি? বিপ্লবীদের সবসময়ের চলার সঙ্গী পথের দাবী, ক্ষুদিরাম রানি লক্ষীবাঈ এর জীবনী, দেশের ইতিপূর্বে ঘটে যাওয়া ইংরেজ বিরোধী কণ্ঠস্বরের ইতিহাস তাদের সাথেই আলোচনা করেন। এভাবেই সমকালীন দেশ ও দশের প্রতি সচেতন করেন এই শিক্ষিকা, আসলে তিনি ছিলেন চট্টগ্রামের স্বদেশি গুপ্ত সমিতির সাথে যুক্ত। এভাবেই ছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনার ফাঁকেই বিপ্লবের বীজ বুনে দিয়েছেন।[১] প্রত্যেকে সেই ডাকে সাড়া দেবে না এটাই স্বাভাবিক কিন্তু হাত বাড়িয়েছিলেন কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এর মধ্যে প্রথম জন পরবর্তী ক্ষেত্রে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং অপরজন অকালেই ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমন কোরে ফেরার পথে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরন করেন। ডঃ খাস্তগীর স্কুল থেকেই তিনি গনিত এবং সংস্কৃতে লেটার সহ চতুর্থ স্থান পেয়ে ১৯২৯ সালে মেট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর জন্য ১৫ টাকা মাসিক বৃত্তি সরকার পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়। সেই যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিবার ছিল খুবই প্রগতিশীল। তাই চট্টগ্রাম জেলা থেকে তিনি ভরতি হন আই.এস.সি তে কলকাতার বেথুন কলেজে। এই সময়েই বেনীমাধব দাস এর কন্যা কল্যাণী দাসের 'ছাত্রীসংঘ' এর সাথে যুক্ত হন। 'ছাত্রীসংঘে' যুক্ত থাকার সময়েই কলেজের হরতাল, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হওয়া আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। পাশাপাশি স্কুলে থাকতেই প্রীতিলতার সাথে যে পরিচিতি তার ছিল বেথুনে এসে তা দৃঢ় হয়। প্রীতিলতার হাত ধরেই তিনি বিপ্লবী কর্মী হন। সেই সময়েই মাস্টারদা সূর্য সেন এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পারেন। উদ্বেল হয়ে ওঠেন সূর্য সেন পরিচালিত যুগান্তর দলে যুক্ত হতে, দেখা কোরে বিপ্লবে অংশ নেওয়ার জন্য অনুমতি নিতে চান নিজের মত অনেক মেয়ের হয়ে। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯২৯ সালেই তার আলাপ হয় বিপ্লবী পূর্ণেন্দু দস্তিদার এর সাথে। তিনিই কল্পনা দাসকে সূর্য সেন এর সাথে আলাপ করিয়ে দেবেন কথা দেন। তবে দেখা তখন হয়নি। যখন দেখা হল তখন ১৯৩০ এর ১৮ই এপ্রিল এর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন হয়ে গেছে। ১৯৩১ এর জুন মাস এক বৃষ্টির রাতে মাস্টারদা তাকে একটি গ্রামের বাড়িতে ডাকেন পরিচয়ের জন্য। সূর্য সেন ছিলেন স্বল্পদেহী, স্বল্পভাষী, একদমই সাধারন চেহারার একজন যাকে দেখে মনে হওয়ার উপায় নেই যে তিনি এত কর্মকাণ্ডের মূলে। সেই রাতেই রাত ২টা নাগাদ মাস্টারদা তাকে চলে যেতে বলেন। এমন ভাবেই কল্পনা দত্তের বিপ্লববাদে দীক্ষা হয়েছিল।[২] পরবর্তী কালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবী দলে আরো ওতপ্রোতভাবে মেশার পর এবং তাদের বিশ্বাস অর্জনের পর প্রথমেই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় চট্টগ্রামের ইংরেজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে শহরে পাহাড়ের উপর তার বাড়িতে রাত্রে উঠে গুলী করে হত্যা করতে হবে। রাত্রে সশস্ত্র হয়ে পাহাড়ের উপরে যখন তিনি উঠে গেছেন তখন পাহাড়াদার সৈন্যরা মুহুর্মুহু 'রকেট কার্টিজ' ছুড়ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা দত্ত সহ অন্যান্য বিপ্লবীরা পাহাড়ের গায়ে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসেন ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর।[৩] এরপরে আরো সময় অতিবাহিত হতে হতে বিপ্লবী অনন্ত সিংহ জেলে

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 111
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 894 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

থাকা অবস্থায় কল্পনা দত্তের সাথে যোগাযোগ করেন। চট্টগ্রামে একদিনে একসাথে ডিনামাইট বিস্ফোরণের চক্রান্ত করেন। কারন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বহু বিপ্লবী জেলে হাজতে তাদেরকে কারামুক্তি করার জন্য জেলের ভিতরে ও বাইরে এবং আদালত ভবন ডিনামাইট ফিউজ দিয়ে বিস্ফোরন ঘটানো ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনা। এই বিস্ফোরনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহ কোরে তা থেকে গান কটন তৈরি করার দায়িত্ব ছিল কল্পনা দত্তের। এখনকার দিনেও যা ধারনাতীত তখনকার একজন কলেজ ছাত্রী হিসেবে কল্পনা দত্ত তা করে দেখিয়েছিলেন, চট্টগ্রামের বাড়িতে নিজের ঘরে বসে তিনি দিনের পর দিন গান কটন তৈরি করেছেন। শেষ পর্যন্ত, ১৯৩১ এর ৩রা জুন ডিনামাইট বিস্ফোরণের দিন ধার্য হয়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে যেই স্থানগুলিতে বিস্ফোরণের পরিকল্পনা ছিল অর্থাৎ যাকে 'লাভ লেন' বলা হয়, সেই বরাবর মাইন বসানোর সময় তা পুলিশের নজরে পড়ে এবং পুরো পরিকল্পনা সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়। এরপর আর পুলিশের সন্দেহের আঁচ এড়াতে পারেননি বিপ্লবী কল্পনা দত্ত। তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পুলিশ তাকে গৃহবন্দী করে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম কলেজে বি.এস.সি পড়ার অনুমতি পান। এমন ভাবেই কড়া পাহারায় থেকে তিনি এবং প্রীতিলতা নিয়মিত রিভলবার চালানো শিখতেন। তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩২ এর ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্য সেন এই পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমনের পরিকল্পনা করেন এবং তার দায়িত্ব দেন প্রীতিলতা এবং কল্পনা দত্তের যৌথ নেতৃত্বে। এই উদ্দেশ্যে ১৭ই সেপ্টেম্বর মাস্টারদা সূর্য সেনের সাথে পুরুষের ছদ্মবেশে দেখা করতে গিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়েন কল্পনা দত্ত সাথে ছিলেন সহকর্মী নির্মল সেন। কিন্ত প্রমানের অভাবে তাকে শুধুমাত্র ১০৯ ধারায় অর্থাৎ 'ভবঘুরে' হিসেবে মামলা দায়ের করেছিল। দুই মাস জেলে থাকার পর জামিনে মুক্ত হন প্রমানের অভাবে। পরবর্তীকালে মাস্টারদার নির্দেশে তিনি আত্মগোপন করেন। আশ্রয় গ্রহণ করেন চট্টগ্রামের দেব পাহাড়ে। এরপরের পরিকল্পিত সংঘর্ষ হয় ১৯৩৩ এর ১৬ই ফেব্রুয়ারি সমুদ্র তীরবর্তী গৈরালা গ্রামে ইংরেজ ফৌজের সঙ্গে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মাস্টারদা এবং তারকেশ্বর দস্তিদার এবং ব্রজেন সেন। এই সময়েই পুলিশের কাছে ধরা পরেন মাস্টারদা কিন্তু তখনকার মত পালিয়ে বাঁচেন কল্পনা দত্ত। তবে ওই বছরই ১৯শে মে গৈরালা গ্রামে চূড়ান্ত সংঘর্ষের পরিকল্পনা সহ কয়েকজন বিপ্লবী ধরা পড়েন এবং 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সেকেন্ড সাপ্লিমেন্টারী কেস' এর বিচার পর্বে কল্পনা দত্তকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। মুক্তি পান ১৯৩৯ সালে। যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। ১৯৪০ এর দুর্ভিক্ষের সময় বুভুক্ষ মানুষের মধ্যে অন্ন সংস্থান এর চেস্টা করেন। সেই সময় তার বহু রিপোর্টও প্রকাশিত হয়েছে পিপলস ওয়ার পত্রিকায়। ১৯৪০ সালে স্নাতক হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। সেই বছরই তিনি মুম্বাইতে এক সম্মেলনে চট্টগ্রামের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। পরবর্তীকালে চট্টগ্রামে মহিলা এবং কৃষক সংগঠনের ভিত্তি তৈরির চেষ্টা করেন। ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে আইনসভার নির্বাচনে অংশ নেন তিনি। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সহায়তা করেন। খাদ্য ও অর্থ সংগ্রহ করেন তাদের জন্য। দেশ ও দশের রাজনৈতিক জলস্রোত যখন যেই দিকে বয়ে গেছে কল্পনা দত্তের মত আরো অনেক কালজয়ী নারী এগিয়ে এসেছেন সেই স্রোতে অংশ নিতে অথবা কখনো সেই স্রোতের বিপরীতে হেঁটে যেতে।[৪]

চট্টগ্রামের আরও একজন অকুতভয় নারী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। চট্টগ্রামকে কেন্দ্র কোরে গড়ে ওঠা সশস্ত্র আন্দোলনের আরো একজন নারী অংশগ্রহনকারী। পিতা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন চট্টগ্রাম পৌরসভা অঞ্চলের হেডক্লার্ক। ১৯১১ সালের ৫ই মে জন্মদিন। মা প্রতিভা দেবী নাম রেখেছিলেন 'রাণী'। শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছে ডাঃ খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। কল্পনা দত্তের সাথে একই স্কুলে পড়লেও এক ক্লাস এগিয়ে পরতেন প্রীতিলতা। দু'জনের আলাপ স্কুলের ব্যাডমিন্টন কোর্টে। স্কুলের শিক্ষিকা ঊষাদি দেশের কথা তুলে ধরতেন। দেশের রাজনীতি, নিজের কথা, এমনকি চট্টগ্রামের বিপ্লবী আন্দোলনের কথাও। সমাজ সচেতন এই শিক্ষিকা স্বদেশী এবং ডাকাতের প্রভেদ বুজিয়েছেন। শুধুমাত্র খবরের কাগজের লেখায় বিশ্বাস না কোরে তিনি সচেতন হতে শিখিয়েছেন যে ব্রিটিশ শাসক দেশবাসীকে দেশের বীর বিপ্লবীদের কথা জানতে দেয় না। জানিয়েছিলেন রানী লক্ষ্মীবাঈ এর কথাও। অনুপ্রাণিত করেছেন এমন অকুতভয় হতে। বাল্যকালে খুব কাছের দুটি শিশু কলেরায় মারা যাওয়াতে প্রশ্ন জাগে প্রীতিলতার মনে। কেন এত শিশু প্রতি বছর কলেরায় মারা যায়। সেদিন শিক্ষিকা ঊষাদি বুঝিয়েছেন যে, কিভাবে ইংরেজ শাসনে গ্রামের পর গ্রাম কলেরার প্রাদুর্ভাবে উজার হয়ে যায়। এই বিক্ষিপ্ত কিন্তু গভীর সচেতনতামূলক শিক্ষা দেশের প্রতি মমত্বের ভিত তৈরি করেছিল প্রীতিলতার অবচেতনে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 111
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 894 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রীতিলতা ইডেন কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে এসেই যুক্ত হন দিপালী সংঘে। এটি ছিল আসলে মেয়েদের বিপ্লববাদে দীক্ষিত করার একটি সংগঠন। এভাবে কলেজজীবন চলতে চলতেই পূর্ব পরিচিত এবং পারিবারিক সূত্রে আত্মীয় বিপ্লবী পূর্ণেন্দু বিশ্বাস প্রীতিলতার মনে লালিত হওয়া বিপ্লববাদের বীজকে অঙ্কুরিত করেন। এভাবেই একদিন আই.এ উত্তীর্ণ কোরে ১৯৩০ এর ১৯ শে এপ্রিল তিনি চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। তার আগের দিন চট্টগ্রাম বাসী দেখেছে কিছু বালক ব্রিটিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেছে ভারতের যা নজিরবিহীন। ততদিনে সরাসরি কোনও বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত না হলেও চট্টগ্রামের বহু বিপ্লবীর সংস্পর্শে এসেছেন। ইতিমধ্যে জালালাবাদ পাহাড়ে ব্রিটিশ এবং বিপ্লবিদের সংঘর্ষ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় সংবাদ আসে বিপ্লবী বাহিনীর জয়গাথা চারিদিকে প্রচার করতে যথাসম্ভব বেশী ইস্তাহার তৈরি করতে। এরপর যতদিন গেছে, কালক্রমে বিপ্লবী দলের বিশ্বাস অর্জন করার পর মাস্টারদা সহ দলের অন্যান্য বিপ্লবীরা প্রীতিলতাকে পিস্তল চালানোর ট্রেনিং দিলেন এবং তা মধ্যমা অঙ্গুলির সাহায্যে লক্ষ্যপূরণ করতে শেখালেন যা খুব কার্যকরী। এই সময় নির্মল সেন, মাস্টার দা এবং আরো কিছু বিপ্লবী-সহ প্রীতিলতা ধলঘাটে একটি বাড়িতে আশ্রয়ে ছিলেন। প্রীতিলতা নিজের বাড়িতে সীতাকুণ্ডে বন্ধুদের সাথে একসাথে যাওয়ার কথা বলে বিপ্লবীদের সাথে তাদের আশ্রয়ে ছিলেন। ১৩জুন ১৯৩২ এ এই বাড়িতেই পুলিশি হানায় ভোলা এবং নির্মল সেন মৃত্যুবরন করেন। চূড়ান্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে মাস্টারদা প্রীতিলতা নিয়ে একটি পানাপুকুরের মধ্যে নেমে পড়েছিলেন। তারপর সেখান থেকে সারা রাত ঝড় জলের মধ্যে দিয়ে ভোরবেলা নতুন আশ্রয়ে পৌঁছানো গেল। সেই রাতে কিছু পরেই প্রীতিলতাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা হয় যাতে তাকে পুলিশি সন্দেহ থেকে মুক্ত করা যায়। বাড়ি পৌঁছে মিথ্যে গল্প প্রত্যেককে শোনাতে হয়েছিল। এতটুকু বুঝতে দেননি কি হয়েছে। ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৫.৬.১৯৩২ এ চট্টগ্রামের পটিয়ার কাছে বিপ্লবী এবং পুলিশের সংঘর্ষের কথা প্রকাশিত হয়েছে। কিছুদিন পর মাস্টারদা সংগঠনের জন্য ৫০ টাকা চান। নিজের বাবার বেতনের সবটুকু ওই মুহূর্তে দিয়ে দেন প্রীতিলতা। ১৯৩২ সালের ৫ই জুলাই প্রীতিলতা মাস্টারদার নির্দেশে বাড়ির আশ্রয় ছেড়ে চট্টগ্রাম শহর থেকে অন্তর্ধান করে। আনন্দবাজার পত্রিকায় পুলিশের তরফ থেকে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় প্রীতিলতার খবর দিতে পারলেই ৫০ টাকা পুরস্কৃত করা হবে। এরপর প্রীতিলতা দলের অন্যান্য বিপ্লবীর সাথে পড়েকড়া গ্রামের রমণী চক্রবর্তীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিছুদিন থাকার পর সূর্য সেন প্রীতিলতাকে একটি গুরুদায়িত্ব পালনের কথা জানান। কেন প্রীতিলতা? কারন বাংলায় বিপ্লবী যুবকের জয়গাথার এর উদাহরন ঘরে ঘরে রয়েছে মেয়েরাও যে পিছিয়ে নেই তা দেশবাসী দেখুক এই উদ্দেশ্যেই প্রীতিলতাকে গুরুদায়িত্ব অর্পণ। শুরু হল পাহাড়তলির ইউরোপিয়ান আক্রমনের পরিকল্পনা। ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমন করা হয়। এই দলে ছিলেন কালীকিঙ্কর দে, প্রফুল্ল, সুশীল, মহেন্দ্র, শান্তি নাগ, বীরেশ্বর, পান্না, এবং প্রীতিলতা। নেত্রী হিসেবে প্রীতিলতা ছিল সবার আগে। অভিযান শেষের পর সবাই ফিরে আসলেও কিছু দূর গিয়ে প্রীতিলতা স্বেচ্ছায় আত্মবলিদান করেছিলেন। বিপ্লবী সাথীরা তাকে সেখানেই শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সূর্য সেন Female Organisation প্রবন্ধে প্রীতিলতার সম্পর্কে যথার্থই বলেছেন যে ফুল তার সৌরভ নিয়ে পূজারির কাছে মায়ের পায়ে নিজেকে উৎসর্গ করতে এসেছিল তাই পূজারী আজ ঈশ্বরের কাছে প্রান দিয়ে নিবেদন জানায় ফুলের সাথে নিজের পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্বটুকু তিনি যেন নষ্ট না করে ফেলেন।[৫]

উপসংহার : বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে এমন অনেক তরুণ বিপ্লবী নারী পুরুষ নির্বিশেষে এগিয়ে এসেছে। তবে আজ থেকে শত বছর আগে পরিবারের কড়া নজর এড়িয়ে, বিপ্লবী দলে নিজ আগ্রহে, সমস্ত ব্যক্তিগত আতিশয্য ত্যাগ করে, যখন যেই আশ্রয়ে থাকতে হয়েছে তা অভ্যাস করা, পুলিশি অত্যাচার সহন করা, একজন নারী হিসেবে তা অপরিসীম আত্মত্যাগ। যা এযুগের প্রেক্ষিতে বিচার করলেও এই ত্যাগ, সহনশীলতা, এবং সাহস বিরল।

Reference:

১. দত্ত, কল্পনা, ‘চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের স্মৃতিকথা’, কলকাতা : বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৪৬, পৃ. ১৩৫-১৪২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 111
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 894 - 898
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২. দাশগুপ্ত, কমলা, ‘স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলার নারী’, কলকাতা : জয়শ্রী প্রকাশন, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১-১৩৫
৩. দস্তিদার, পূর্ণেন্দু, ‘স্বাধীনতা সংগ্রামে চট্টগ্রাম’, চট্টগ্রাম : বিপনী বিতান, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৮-২২৯
৪. মুখোপাধ্যায়, অশোককুমার, কল্পনা যোশী : সাক্ষাৎকার, দেশ, ৫৯বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৮ ডিসেম্বর ১৯৯১
৫. ঘোষ, শংকর, ‘প্রীতিলতা’, কলকাতা : বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০-৮০